বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়।
৮৩-৮৫,মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০
ঋণ আদায় বিভাগ।

ফোনঃ ০২২২৩৩৮৩১৬৫
Email:
dgmrecovery@krishibank.org.bd

প্রকা/আদায়-২(১)/ অবলোপন/২০২৩-২০২৪/৮১৯

তারিখ ঃ ২৪-০৬-২০২৪খ্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক
সকল বিভাগীয় কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

ই-মেইলযোগে

বিষয় ঃ ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন (write off) এবং তা আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণে ইউনিট গঠন ও এর কার্যাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা।

প্রিয় মহোদয়

শিরোনামের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ১৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০২৪ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো (কপি সংযুক্ত) ।

০২। ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অনাদায়ী ঋণ হিসাব সমূহকে বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী বিরূপমানে শ্রেণিকরণপূর্বক এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী এরূপ ঋণ হিসাবসমূহকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করতে হয় বিধায় ব্যাংকের স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক স্ফীত হয়। এ প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ঐ সকল মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ অবলোপন করা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। অবলোপনযোগ্য ঋণস্থিতির বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয় বিধায় ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়ও কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না। তবে অবলোপনকৃত ঋণের উপর যেহেতু ব্যাংকের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে সেহেতু তা আদায় কার্যক্রমে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরাসরি সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরণ করে ঋণ আদায় বিভাগের ১৭/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ৬৬১ মূলে 'অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট' গঠন করা হয়েছে(কপি সংযুক্ত)।

০৩। দেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা, আইনী কাঠামো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন এর বিষয়ে উল্লিখিত সার্কুলার অনুযায়ী বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

ক। অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ চিহ্নিতকরণঃ

(১) যে সকল ঋণ হিসাব একাদিক্রমে ০২(দুই) বছর মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে সেসকল ঋণ হিসাব অবলোপন করা যাবে; এবং

(২) ঋণের শ্রেণিমান যাই হোক না কেন কোন মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ হিসাব ব্যাংক স্বীয় বিবেচনায় অবলোপন করতে পারবে। তবে, একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উপার্জনক্ষম উত্তরসূরী রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে।

খ। ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন পদ্ধতিঃ

(১) অবলোপনযোগ্য ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকিকৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) নিয়মানুগভাবে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে এবং ব্যাংকে নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায়ে সমর্থ না হলে উক্ত ঋণ অবলোপনের আওতায় আসবে;

(২) অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা সূচিত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে। তবে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ এবং মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত যে কোনো অংকের ঋণ মামলা দায়ের ব্যতিরেকে অবলোপন করা যাবে;

(৩) অবলোপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের স্থিতি হতে শুধুমাত্র রক্ষিত স্থগিত সুদ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ঋণ স্থিতির সমপরিমাণ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবলোপনের জন্য চিহ্নিত প্রতিটি ঋণ হিসাবের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশন পর্যাপ্ত না হলে ব্যাংকের চলতি বছরের আয় খাত বিকলন করে অবশিষ্ট প্রভিশন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

(৪) কোনো ঋণ হিসাব আংশিকভাবে অবলোপন করা যাবে না; এবং

(৫) পরিচালনা পর্ষদের (বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের পরিবর্তে স্থানীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের) অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ঋণ হিসাব অবলোপন করা যাবে না।

চলমান পাতা-০২

গ। অবলোপন-পরবর্তী আদায় কার্যক্রমঃ

১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৮(ক) ধারা অনুযায়ী অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর ব্যাংকের দাবী বহাল থাকবে। অবলোপন-পরবর্তী সময়ে উক্ত অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে;

২) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের জন্য 'অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট' এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে; এবং

৩) ব্যাংকের পাওনা আদায়ে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দক্ষ এবং খেলাপী ঋণ আদায় সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগসহ অন্যান্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

ঘ। অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব রিপোর্টিং পদ্ধতিঃ

১) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৩৮ ধারায় বর্ণিত তফসিলের "আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির নির্দেশনা" অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে;

২) খেলাপী ঋণগ্রহীতার ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো(সিআইবি)-তে BLW হিসেবে যথারীতি রিপোর্ট করতে হবে;

৩) ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৪/২০১২ তারিখঃ ২৫/০১/২০১২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW portal ব্যবহার করে T_PS_Q_LNREC_RECOVERY টেমপ্লেট এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে; এবং

৪) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় অগ্রগতি প্রতিবেদন বর্ণিত ছক অনুযায়ী প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে ঋণ আদায় বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমান ত্রৈমাসিকে					ক্রমপুঞ্জিভূত অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	মোট অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব সংখ্যা	চলমান মামলা সংখ্যা
অবলোনপকৃত ঋণের পরিমাণ	অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব সংখ্যা	অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ঙ। অন্যান্য বিধি-নিষেধঃ

(১) অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না। শুধু Exit Plan এর আওতায় এরূপ ঋণ হিসাবের পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে সিআইবি-তে রিপোর্টকৃত হবেন এবং উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ মন্দ ও ক্ষতিজনক (সিআইবি-তে BLW) হিসেবে শ্রেণিকৃত থাকবে; এবং

(২) ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালক থাকাকালীন ঐ ব্যক্তির নিজের/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ সাধারণভাবে অবলোপন করা যাবে না। তবে, উক্তরূপ গ্রাহকের মৃত্যুসহ অন্যান্য কারণে কোনো ঋণ হিসাব অবলোপনের আবশ্যকতা দেখা দিলে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষাকরত অবলোপনের প্রকৃত কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (এইচআইসিসি) এর মতামতসহ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, এ জাতীয় প্রতিটি ঋণ হিসাব অবলোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বপক্ষে সমুদয় দলিলাদি ও কার্যবিবরণীসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে।

চলমান পাতা-০৩

০৪। এতদসংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল নির্দেশনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, অপর পৃষ্ঠায় হুবহু মুদ্রণকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ০৪/২০২৪ এর সকল নির্দেশনা পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, অবলোপন প্রস্তাব প্রস্তুতকরণে "পরিশিষ্ট ক ও খ" এবং এতদসংক্রান্ত হিসাবায়নে ক্রেডিট পলিসি এন্ড অপারেশন ম্যানুয়েল-২০১৯ এর পরিচ্ছেদ-২৫ অনুসরণীয় হবে ।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

২৪/০৬/২০২৪ খ্রিঃ

(মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ফকির)
উপমহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

প্রকা/আদায়-২(১)/ অবলোপন/২০২৩-২০২৪/৮১৯ তারিখ ঃ ২৪-০৬-২০২৪ খ্রিঃ

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, মিরপুর , ঢাকা।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/ সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। অত্র পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি।
০৭। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি ।
০৮। নথি

২৪/০৬/২০২৪
(মুসলিমা জাহান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪

তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ / ০৫ ফাল্গুন ১৪৩০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন (Write off) এবং তা আদায় কার্যক্রম
জোরদারকরণে ইউনিট গঠন ও এর কার্যাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা

ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অনাদায়ী ঋণ হিসাবসমূহকে বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী বিরূপমানে শ্রেণিকরণপূর্বক এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী এরূপ ঋণ হিসাবসমূহকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করতে হয় বিধায় ব্যাংকের স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক স্ফীত হয়। এ প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ঐ সকল মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ অবলোপন করা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। অবলোপনযোগ্য ঋণ স্থিতির বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয় বিধায় ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়ও কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না। তবে অবলোপনকৃত ঋণের উপর যেহেতু ব্যাংকের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে সেহেতু তা আদায় কার্যক্রমে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরাসরি সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক।

এমতাবস্থায়, দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য ঘোষিত কর্মকৌশল (Roadmap) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণকরত অনাদায়ী ঋণ হিসাব অবলোপন এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণীয় হবে:

২। অবলোপনযোগ্য ঋণ হিসাব চিহ্নিতকরণ:

(১) যে সকল ঋণ হিসাব একাদিক্রমে ০২ (দুই) বছর মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে সে সকল ঋণ হিসাব অবলোপন করা যাবে; এবং

(২) ঋণের শ্রেণিমান যাই হোক না কেন কোনো মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ হিসাব ব্যাংক স্বীয় বিবেচনায় অবলোপন করতে পারবে। তবে, একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উপার্জনক্ষম উত্তরসূরি রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে।

৩। ঋণ হিসাব অবলোপন পদ্ধতি:

(১) অবলোপনযোগ্য ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকিকৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) নিয়মানুগভাবে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে এবং ব্যাংকে নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায়ে সমর্থ না হলে উক্ত ঋণ অবলোপনের আওতায় আসবে;

(২) অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা সূচিত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে। তবে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ এবং মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত যে কোনো অংকের ঋণ মামলা দায়ের ব্যতিরেকে অবলোপন করা যাবে;

(৩) অবলোপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের স্থিতি হতে শুধুমাত্র রক্ষিত স্থগিত সুদ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ঋণস্থিতির সমপরিমাণ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবলোপনের জন্য চিহ্নিত প্রতিটি ঋণ হিসাবের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশন পর্যাপ্ত না হলে ব্যাংকের চলতি বছরের আয় খাত বিকলন করে অবশিষ্ট প্রভিশন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

চলমান পাতা/০২

(৪) কোনো ঋণ হিসাব আংশিকভাবে অবলোপন করা যাবে না; এবং

(৫) পরিচালনা পর্ষদের (বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের পরিবর্তে স্থানীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের) অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ঋণ হিসাব অবলোপন করা যাবে না।

৪। অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ও তদারকি:

(১) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৮(ক) ধারা অনুযায়ী অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট ঋণের উপর ব্যাংকের দাবী বহাল থাকবে। অবলোপন পরবর্তী সময়ে উক্ত অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে;

(২) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রধান কার্যালয়ে 'অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট' (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে 'অবলোপনকৃত বিনিয়োগ আদায় ইউনিট') নামে একটি পৃথক ইউনিট গঠন করতে হবে;

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ২ ধাপ নীচে নন এরূপ একজন কর্মকর্তাকে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিটের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে;

(৪) উক্ত ইউনিটে ঋণ মঞ্জুরী কার্যক্রম, ঋণের ডকুমেন্টেশন ও ঋণ আদায়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের বহাল করতে হবে। তবে, ন্যূনতম ০১ জন আইন বিষয়ে ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাকে এ ইউনিটে বহাল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে শাখা/বিভাগের অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঐ শাখা/বিভাগের সংশ্লিষ্ট একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে আদায় কার্যক্রমে সংযুক্ত করতে হবে;

(৫) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ/পুনঃনিয়োগকালে উক্ত পদের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট Terms of Reference (ToR) এ অবলোপনকৃত ঋণ আদায় সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(৬) অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সক্ষমতা/বাৎসরিক আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তাঁর উক্ত পদে পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্ম উৎকর্ষতার অন্যতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

(৭) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় অগ্রগতির বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন করতে হবে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(৮) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি ত্রৈমাসিকে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(৯) ব্যাংকের পাওনা আদায়ে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দক্ষ এবং খেলাপী ঋণ আদায় সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগসহ অন্যান্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(১০) অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যাংকের আইন বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাসহ লিগ্যাল রিটেইনারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

(১১) এ সার্কুলার জারির ১৫ দিনের মধ্যে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট গঠনপূর্বক এ কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, ইউনিট গঠনের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা উক্ত ইউনিটে বহাল করতে হবে;

(১২) অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত অর্থের ৫% এর সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসেবে অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণযোগ্য হবে। বিতরণযোগ্য অর্থের সর্বোচ্চ ১০% ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রাপ্য হবেন। অবশিষ্ট অর্থ অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিটের প্রধানসহ উক্ত ইউনিটের অন্যান্য কর্মকর্তা প্রাপ্য হবেন। এতদ্ব্যতীত, যে শাখা/বিভাগের অবলোপনকৃত ঋণ আদায় করা হবে উক্ত শাখা/বিভাগের সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাও ইউনিটের কর্মকর্তাদের অনুরূপ আনুপাতিক হারে প্রণোদনা প্রাপ্য হবেন; এবং

(১৩) ভবিষ্যতে এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী কার্যকর হলে ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক অবলোপনকৃত ঋণ বিক্রয় করা যাবে। সেক্ষেত্রে বিক্রয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করতে হবে।

চলমান পাতা/০৩

৫। অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব রিপোর্টিং পদ্ধতিঃ

(১) অবলোপনকৃত ঋণের হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩৮ ধারায় বর্ণিত তফসিলের 'আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির নির্দেশনা' অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে;

(২) ঋণ অবলোপন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় পরিশোধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে BLW হিসেবে যথারীতি রিপোর্ট করতে হবে;

(৩) ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪ তারিখ: ২৫ জানুয়ারি ২০১২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW portal ব্যবহার করে T_PS_Q_LNREC_RECOVERY টেমপ্লেট এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে যথারীতি দাখিল করতে হবে; এবং

(৪) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ক্ষেত্রমতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অনুপস্থিতিজনিত কারণে চলতি দায়িত্বে কর্মরত কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষরে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় অগ্রগতি প্রতিবেদন (পরিশিষ্ট-'ক' এ বর্ণিত ফরম্যাট অনুযায়ী) প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দাখিল করতে হবে।

৬। অন্যান্য বিধি-নিষেধঃ

(১) অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না। শুধু Exit Plan এর আওতায় এরূপ ঋণ হিসাবের পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে সিআইবি-তে রিপোর্টকৃত হবেন এবং উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ মন্দ ও ক্ষতিজনক (সিআইবি-তে BLW) হিসেবে শ্রেণিকৃত থাকবে; এবং

(২) ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালক থাকাকালীন ঐ ব্যক্তির নিজের/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ সাধারণভাবে অবলোপন করা যাবে না। তবে, উক্তরূপ গ্রাহকের মৃত্যুসহ অন্যান্য কারণে কোনো ঋণ হিসাব অবলোপনের আবশ্যকতা দেখা দিলে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষাকরত অবলোপনের প্রকৃত কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (এইচআইসিসি) এর মতামতসহ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, এ জাতীয় প্রতিটি ঋণ হিসাব অবলোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সপক্ষে সমুদয় দলিলাদি ও কার্যবিবরণীসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে।

৭। বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০১ তারিখ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৩ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে, উক্ত রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারের আওতায় ইতঃপূর্বে কৃত/গৃহীত কার্যক্রম বৈধ বলে গণ্য হবে।

৮। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক তাদের বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন করতে পারবে।

৯। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

১০। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
পরিচালক(বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২

পরিশিষ্ট-'ক'

অবলোপনকৃত ঋণ আদায় অগ্রগতি প্রতিবেদন

---------- তারিখ ভিত্তিক

ব্যাংকের নামঃ

বর্তমান ত্রৈমাসিকে					ক্রমপুঞ্জিভুত অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	মোট অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব সংখ্যা	চলমান মামলা সংখ্যা
অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব সংখ্যা	অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবী:

মোবাইল:

ই-মেইল:

প্রতিস্বাক্ষরিত:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী/কান্ট্রি হেড: (নাম ও স্বাক্ষর)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

.....শাখা

পরিশিষ্ট- "ক"

বিষয় ঃ মেসার্স.....নামীয় ঋণের অবলোপন প্রস্তাব।

ঋণ হিসাব নং- ঃ

০১। **ভুমিকা** ঃ

০২। **প্রকল্পের নাম ও অবস্থান** ঃ

০৩। **মালিকানার ধরণ** ঃ

০৪। **ঋণ গ্রহীতা/উদ্যোক্তাদের নাম ও ঠিকানা**

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা		পদবী	শেয়ার
		স্থায়ী	বর্তমান		

০৫। **ক)** ঋণ মঞ্জুরী ঃ

ঋণের ধরণ	**ঋণ মঞ্জুরীর তারিখ**	**ঋণ সীমা/ পরিমাণ**	**মঞ্জুরীকারী কর্তৃপক্ষ**
ক) প্রকল্প ঋণ			
খ) চলতি মুলধন ঋণ /নগদ পুঁজি ঋণ/বিল অব একচেঞ্জ ঋণ মঞ্জুর/ অন্যান্য /সর্বশেষ নবায়ন			
মোট ঃ			

খ) ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	তারিখ	পরিমাণ	সুদের হার
ক) প্রকল্প ঋণ			
খ) চলতি মুলধন ঋণ /নগদ পুঁজি ঋণ/বিল অব একচেঞ্জ ঋণ বিতরণ/অন্যান্য / সর্বশেষ নবায়ন			
মোট ঃ			

০৬। **ঋণ পরিশোধ সুচী (মূল মঞ্জুরী পত্র মোতাবেক)** ঃ

ক) প্রকল্প ঋণ ঃ

খ) চলতি মুলধন ঋণ/নগদ পুঁজি ঋণ/বিল অব এক্সচেঞ্জ/অন্যান্য ঋণ ঃ

০৭। **ঋণের উদ্দেশ্যে** ঃ

০৮। **বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ** (সম্পত্তির পরিমাণ এবং যে এলাকায় অবস্থিত তার মৌজা, ইউনিয়ন, থানা/পৌরসভা ও জেলার নাম বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে।)

ক) প্রকল্প ও বন্ধকী সম্পত্তি ঃ

	সম্পত্তির বিবরণ	পরিমাণ/ আয়তন/ সংখ্যা	সম্পত্তির অবস্থান (মৌজা,ইউনিয়ন, থানা/ পৌরসভা ও জেলার নামসহ)	গৃহীত মুল্য (এমসিএল)	বর্তমান বাজারমূল্য	**তাৎক্ষণিক বাজার মুল্য** (বর্তমান বাজারমূল্য যাচাই অন্তে তাৎক্ষণিক বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে হবে)
(১)	প্রকল্প ভুমি					
(২)	প্রকল্প ভবন					
(৩)	প্রকল্প যন্ত্রপাতি					
(৪)	অন্যান্য					
৫)	প্রকল্প বহির্ভূত অন্যান্য জামানত					
	মোট					

পরবর্তী পাতা-০২

খ) <u>প্রকল্প সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা</u>

(১) প্রকল্প সম্পত্তি বর্তমানে দখলে আছে কিনা ? ঃ

(২) প্রকল্পের জামানতি সম্পত্তি বিক্রি হয়ে থাকলে টাকা ব্যাংকে জমা হয়েছে কি-না ?(জমার তারিখ ও টাকার পরিমাণ) ঃ

(৩) দুর্যোগের কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সময়কাল (তারিখসহ) ঃ

(৪) টাকা জমা না হয়ে থাকলে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ? ঃ

০৯। জামিনদাতার নাম, ঠিকানা ও আর্থিক অবস্থা ঃ

১০। ঋণগ্রহীতাদের জামানত বহির্ভূত অন্যান্য সম্পত্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ঃ

১১। রুগ্নতার কারণ ঃ

১২। ঋণ আদায়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ (ঋণ গ্রহীতার সাথে সর্বশেষ পত্রযোগাযোগ/নোটিশের কপি সংযুক্ত করুন)ঃ

১৩। মামলা দায়ের করা হয়ে থাকলে তার বিবরণসহ সর্বশেষ অবস্থা

ক) মামলা দায়েরের তারিখ ও মামলা নং	ঃ	
খ) আদালতের নাম	ঃ	
গ) <u>মোট দাবীর পরিমাণ</u> (মামলা দায়েরের তারিখ পর্যন্ত)	ঃ	
১. আসল	ঃ	
২. আরোপিত সুদ	ঃ	
৩. অনারোপিত সুদ	ঃ	
৪. মামলা খরচ	ঃ	
৫. অন্যান্য খরচ	ঃ	
মোট	ঃ	

ঘ) মামলা দায়েরের পর থেকে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ঃ

ঙ) মামলার রায় হয়ে থাকলে রায়ের তারিখ, ডিক্রিকৃত টাকার পরিমাণ এবং রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

চ) জারী মামলা দায়েরের তারিখ ও দাবীর পরিমাণ ঃ

ছ) ঋণগ্রহীতা/ব্যাংক কর্তৃক আপীল দায়ের করা হলে আপীল দায়েরের তারিখ ও মামলা নং ঃ

জ) ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের বিরুদ্ধে রীট মামলা দায়ের করে থাকলে ঃ

১. রীট মামলা নং ঃ

২. রীট মামলা দায়ের করার তারিখ ঃ

৩. রীট মামলার বর্তমান অবস্থা ঃ

ঝ) মামলার সর্বশেষ অবস্থা ঃ

১৪। মামলা দায়ের করা না হলে তার সুনির্দিষ্ট কারণ ঃ

পরবর্তী পাতা-০৩

১৫। **ক)** নিরীক্ষা/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী /বিতরণে কোন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকলে তার বিবরণঃ ঃ

খ) অভিযুক্ত/দায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর (যদি থাকে) বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ ঃ

১৬। ঋণ হিসাবের অবস্থা (প্রস্তাব প্রেরণের মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত)

..... তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবের অবস্থা (প্রকৃত টাকায়) ঃ				
বিবরণ	পাওনার বিভাজন	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	অনাদায়ী স্থিতি (লেজার ব্যালেন্স)
১) আসল				
২) আরোপিত সুদ(---------- তারিখ পর্যন্ত)ঃ (ক) আয় খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
(খ) ৫২-স্থগিত খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
৩) অনারোপিত সুদ---------- ----------থেকে ----------পর্যন্ত (প্রস্তাব প্রেরণের মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত)				
৪) অন্যান্য খরচ(কোর্ট ফি, লিগ্যাল চার্জ, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি)				
সর্বমোট ঃ				
**** ঋণ অবলোপন প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে ঋণ হিসাবের সকল হিসাবায়ন নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা করতে হবে।****				

১৭। ঋণের ষ্ট্যাটাস (৩০ জুন ভিত্তিক) ঃ

১ম মন্দ/ক্ষতিজনক মানে চিহ্নিত (সূত্র তারিখ) ঃ

একাদিক্রমে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিবিন্যাসিত থাকার সময়কাল ঃ

১৮। ঋণের বিপরীতে প্রভিশন ঃ

ক) যোগ্য জামানতের মূল্য ঃ

খ) ৫২ স্থগিত সুদের পরিমাণ ঃ

গ) সংরক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ ঃ

১৯। নদী ভাংগনে সম্পত্তি বিলীন হওয়া সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক) কখন বিলীন হয়েছে ঃ

খ) শাখা কর্তৃক নদী ভাংগন সম্পর্কে নিশ্চায়ন ঃ

(তহশিল অফিস হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক সংযুক্ত করতে হবে)

২০। ঋণগ্রহীতা/নিশ্চয়তাকারী স্থান ত্যাগ (মাইগ্রেটেড) করে থাকলে শাখা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও ফলাফল ঃ

২১। ঋণটি বেনামী/জালিয়াতি হয়ে থাকলেঃ

ক) কেসটি পুলিশ/দুদকে পাঠানো হয়েছে? পাঠানো হলে বর্তমান অবস্থা ঃ

খ) দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণী ঃ

২২। সুদ মওকুফ/পুনঃতফসিল করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

২৩। সুদ মওকুফ/পুনঃতফসিল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ ঃ

পরবর্তী পাতা-০৪

২৪। **ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি বা অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়ে থাকলে তার বিবরণঃ**

২৫। **ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশগণের নাম, ঠিকানা, তাদের আর্থিক অবস্থা/সম্পদ, পরিসম্পদের অবস্থা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা** (ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার মৃত্যুর তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে)ঃ

২৬। **সরেজমিনে তদন্তে ঋণ অবলোপনের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তার সুস্পষ্ট মতামত এবং সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ**

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৭। **ঋণ অবলোপন নীতিমালার আলোকে শাখা ব্যবস্থাপকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ**

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৮। **আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক প্রধানের সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ**

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৯। **বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ**

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

.....শাখা

পরিশিষ্ট- " খ"

বিষয় ঃ কৃষি ঋণসহ অন্যান্য ঋণের অবলোপন প্রস্তাব (প্রকল্প ঋণ /চলতি মুলধন ঋণ /নগদ পুঁজি ঋণ/বিল অব এক্সচেঞ্জ ঋণ ব্যতীত)।

০১। **ঋণ গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নাম ও ঠিকানা** ঃ

০২। **ঋণ কেস নং** ঃ

০৩। **ঋণের বিবরণঃ**

ক) ঋণের উদ্দেশ্য ঃ

খ) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ঃ

গ) প্রদানের তারিখ/সর্বশেষ নবায়নের তারিখ ঃ

ঘ) ঋণ মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের নাম ঃ

০৪। **ঋণের ধরণ (সিকিউরিটি/হাইপোথিকেশন)** ঃ

০৫। **ঋণ হিসাবের অবস্থা** (প্রস্তাব প্রেরণের মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত)

..... **তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবের অবস্থা (প্রকৃত টাকায়)** ঃ				
বিবরণ	পাওনার বিভাজন	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	অনাদায়ী স্থিতি (লেজার ব্যালেন্স)
১) আসল				
২) আরোপিত সুদ(---------- তারিখ পর্যন্ত)ঃ (ক) আয় খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
(খ) ৫২-স্থগিত খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
৩) অনারোপিত সুদ---------- ----------থেকে ----------পর্যন্ত				
৪) অন্যান্য খরচ(কোর্ট ফি, লিগ্যাল চার্জ, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি)				
সর্বমোট ঃ				
**** ঋণ অবলোপন প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে ঋণ হিসাবের সকল হিসাবায়ন নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা করতে হবে।****				

০৬। **ঋণের ষ্ট্যাটাস ঃ**

১ম মন্দ/ক্ষতিজনক মানে চিহ্নিত (সূত্র তারিখ) ঃ

একাদিক্রমে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিবিন্যাসিত থাকার সময়কাল ঃ

০৭। **সিকিউরিটি ঋণের ক্ষেত্রে জামানতী/বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ**

ক) সম্পত্তিঃ ১) জমির পরিমাণ ঃ

২) ভবন ঃ

৩) অন্যান্য ঃ

খ) সম্পত্তির অবস্থান ঃ

গ) গৃহীত মুল্য (এমসিএল) ঃ

ঘ) বর্তমান বাজার মূল্য ঃ

ঙ) তাৎক্ষনিক বাজার মূল্য (বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই অন্তে তাৎক্ষণিক বাজার মূল্য নির্ধারণ) ঃ

চ) বর্তমান অবস্থা ঃ

০৮। **মামলার অবস্থা (যদি হয়ে থাকে)ঃ**

ক) আদালতের নাম ঃ

খ) মামলা নং ও দায়েরের তারিখ ঃ

গ) মামলার সর্বশেষ অবস্থা ঃ

ঘ) মুল দাবীর পরিমাণ ঃ

১) আসল ঃ

২) আরোপিত সুদ ঃ

৩) অনারোপিত সুদ ঃ

৪) অন্যান্য খরচ ঃ

মোটঃ ঃ

ঙ) মামলা দায়েরের পর আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ঃ

চ) কোর্ট কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

চলমান পাতা-০২

০৯। উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোন রীট পিটিশন দায়ের করেছেন কিনা? (করা থাকলে রীট নম্বর, দায়েরের তারিখ ও বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করুন) ঃ

১০। **মামলা দায়ের করা না হলে তার সুনির্দিষ্ট কারণ** ঃ

১১। **রুগ্নতার কারণ** ঃ

১২। **ঋণগ্রহীতার বর্তমান অবস্থা** (খাতকের অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তথ্যসহ) ঃ

১৩। **জামিনদাতার নাম, ঠিকানা ও আর্থিক অবস্থা** ঃ

১৪। **ঋণ আদায়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ** (ঋণ গ্রহীতার সাথে সর্বশেষ পত্র যোগাযোগ/ নোটিশের কপি সংযুক্ত করুন) ঃ

১৫। **ক)** নিরীক্ষা/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী /বিতরণে কোন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

খ) অভিযুক্ত/দায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর (যদি থাকে) বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ ঃ

১৬। **ঋণের বিপরীতে প্রভিশন ঃ-**

ক) যোগ্য জামানতের মূল্য ঃ

খ) ৫২ স্থগিত সুদের পরিমাণ ঃ

গ) সংরক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ ঃ

১৭। **নদী ভাংগনে সম্পত্তি বিলীন হওয়া সংক্রান্ত তথ্য** ঃ-

ক) কখন বিলীন হয়েছে ঃ

খ) শাখা কর্তৃক নদী ভাংগন সম্পর্কে নিশ্চায়ন ঃ
(তহশিল অফিস হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক সংযুক্ত করতে হবে)

১৮। **ঋণগ্রহীতা/নিশ্চয়তাকারী স্থান ত্যাগ (মাইগ্রেটেড) করে থাকলে শাখা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও ফলাফল** ঃ

১৯। **ঋণটি বেনামী/জালিয়াতি হয়ে থাকলেঃ**

ক) কেসটি পুলিশ/দুদকে পাঠানো হয়েছে? পাঠানো হলে বর্তমান অবস্থা ঃ

খ) দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণী ঃ

২০। **সুদ মওকুফ/পুনঃতফসিল করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ** ঃ

২১। **সুদ মওকুফ/পুনঃতফসিল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ** ঃ

২২। **ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ** ঃ

২৩। **ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশগণের নাম, ঠিকানা, তাদের আর্থিক অবস্থা/সম্পদ, পরিসম্পদের অবস্থা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা** (ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার মৃত্যুর তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে) ঃ

চলমান পাতা-০৩

২৪। সরেজমিনে তদন্তে ঋণ অবলোপনের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তার সুস্পষ্ট মতামত এবং সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৫। ঋণ অবলোপন নীতিমালার আলোকে শাখা ব্যবস্থাপকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ **উল্লেখসহ**) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৬। আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক প্রধানের সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৭। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ঋণ আদায় বিভাগ।

ফোন ঃ ০২২২৯৫৬৩১৬৫; ই-মেইল ঃ dgmrecovery@krishibank.org.bd

নং প্রকা/আদায়(অব)-০৮(৬৮)/২০২৩-২০২৪/৬৬২ তারিখঃ ১৭.০৪.২০২৪ইং

বিষয় ঃ **"অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট" গঠন প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ১৮.০২.২০২৪ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৪ এর মাধ্যমে ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ২ ধাপ নীচে নন এরূপ একজন কর্মকর্তাকে প্রধান করে প্রধান কার্যালয়ে "অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট" নামে একটি পৃথক ইউনিট গঠন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক সার্কুলারের নির্দেশক্রমে ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-০২ মহোদয়কে সভাপতি করে "অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ইউনিট" বর্ণিতভাবে গঠন করা হলোঃ

ক্র নং	কর্মকর্তার পদবী	কর্মস্থল	কমিটিতে পদমর্যাদা
০১	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-০২	বিকেবি,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।	সভাপতি
০২	মহাব্যবস্থাপক	ঋণ আদায় মহাবিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।	সদস্য
০৩	উপমহাব্যবস্থাপক	জেনারেল ক্রেডিট বিভাগ	সদস্য
০৪	উপমহাব্যবস্থাপক	আইন বিভাগ	সদস্য
০৫	উপমহাব্যবস্থাপক	কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ	সদস্য
০৬	উপমহাব্যবস্থাপক	ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রজেক্ট মনিটরিং বিভাগ	সদস্য
০৭	আইন বিষয়ে ডিগ্রীধারী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা(উপমহাব্যবস্থাপক ব্যতীত)	আইন বিভাগ	সদস্য
০৮	উপমহাব্যবস্থাপক	ঋণ আদায় বিভাগ	সদস্য সচিব

** ইউনিট কর্তৃক যে শাখা/কার্যালয়ের অবলোপন ঋণ আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে সে শাখা/কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপক ইউনিটের সদস্য হিসাবে যুক্ত হবেন।

০২। সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় ইউনিটের প্রথম সভায় কমিটির কর্মপরিধি ও অবলোপন ঋণ আদায় হতে প্রাপ্ত আর্থিক প্রণোদনার বন্টন সহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত

১৭.০৪.২৪

(মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ফাকর)

উপমহাব্যবস্থাপক

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

নং প্রকা/আদায়(অব)-০৮(৬৮)/২০২৩-২০২৪/৬৬২ তারিখঃ ১৭.০৪.২০২৪ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২/৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও পরিচালন)/ঋণ আদায় মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

০৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক, জেনারেল ক্রেডিট/ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রজেক্ট মনিটরিং/আইন/ কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

১৭.০৪.২০২৪

(মুসলিমা জাহান)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক